Prof. K.L. Dutt // Subhaspalli BURDWAN

প্রকাশিত হয়েছে-

শ্রী হীরেণ সিংহ রায়ের-

জীবন কি?

বিজলী সিনা
১০,এন.এন. দত্ত লেন
রিজেন্ট পার্ক,কলিকাতা-৭০০০৪০

Postal Registration No. PMG (SB) - 29/BDN Bengali Fortnightly
Regd. No. R.N. 32691/76

সংস্কৃতি সংবাদ

পাক্ষিক পত্রিকা

SANSKRITI SANBAD

২৭ তম বর্ষ ৪ তম সংখ্যা : ১৭ ফাল্গুন ১৪০৭ : মূল্য ১ টাকা

27th year and 4th issue: 1st March, 2001. Re 1

Ph.No. 88-313, 88-271
STD- 03452

কৃষি মঙ্গল
প্রো:- মানস দাস

দেশী ও বিদেশী হাইব্রিড কপি, টমেটো, ক্যাপসিকাম, আম,কলা(টিস্যু), বিভিন্ন মৌসুমী ফুল ও ফলের চারা পাওয়া যায়।

গুড়ে কালনা (বাজার),বর্ধমান।

গুজরাট ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা সম্পর্কে দু' - চার ভাবনা

কুন্তলা লাহিড়ী - দত্ত
অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্পের আকস্মিকতার ধাক্কা গত দু' মাসে কিছুটা সামলে ওঠা গেছে। খবর কাগজের পাতা খুললেই এখন আর ধ্বংসস্তূপের / মৃতদেহের ছবি দেখতে হয় না, আমাদের যার যার সাধ্য ও ইচ্ছা অনুসারে কিছু কিছু চাঁদা ভিন্ন ভিন্ন ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েছে। ভরসা আছে যে সেসব অর্থের বেশির ভাগটাই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবন পুনর্গঠনে সামান্য হলেও কাজে লাগবে। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকার এখন গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন এই বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত সামগ্রিক পরিস্থিতির সুষ্ঠু মোকাবিলার কথা। নানা দিক থেকে অর্থ ও অন্যান্য ধরণের সাহায্য আসছে, আন্তর্জাতিক অনুদান এজেন্সিগুলিও এতে পেছিয়ে নেই। গুজরাতের অর্থনীতি এই সহসা ধাক্কায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে - তাকে পুনর্গঠন যেমন করতে হবে তেমনি যেসব মানুষের জীবন একেবারে এলোমেলো হয়ে গেল তাদেরকেও আবার নতুন জীবনের আশার আলো দেখাতে হবে। কিভাবে এই পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করা হবে তা নিয়ে ভাসা-ভাসা নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নেয় নি। শুধু গুজরাট নয়, গত দশ বছরে ভারতে বেশ কয়েকটি বড় ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে - উত্তরকাশী এবং পিথোরাগড় অঞ্চলের পার্বত্য ধ্বস, মহারাষ্ট্রের লাটুরে ভূমিকম্প, উড়িষ্যার মহা-ঘূর্নিঝড় এবং শেষে গুজরাটের ভূমিকম্প। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে তার জন্য কোন নীতির রূপরেখা তৈরী করার উদ্যোগ নেয় নি। যেহেতু এগুলি আকস্মিক ঘটনা, সেহেতু এদের সম্পর্কে সরকারী প্রতিক্রিয়াও ঠিক তেমনি - যেমন তেমন করে অ্যাড হক ভিত্তিতে কোন রকমে প্রাথমিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তারপর বাকীটুকু আবার সেই প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ মানুষ যেমনভাবে পারে নিজের জীবন সামলাবে, আর যদি একান্তই পেরে না ওঠে তাহলে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাবে কিংবা ভারতের কোটি কোটি গরীব মানুষের মত সরকারের চোখে 'অদৃশ্য মানুষ' হয়ে যাবে। এতদিনে খবরের কাগজে লেখালেখি বন্ধ ও সোরগোল থেমে গেছে। উড়িষ্যার উপকূলের জেলে সম্প্রদায়ের কি হল, তা নিয়ে আর কেউ কি কথা বলে ? মহা-ঘূর্নিঝড়ের কল্যানেই তারা খবরের কাগজে ঠাঁই পেয়েছিল - আবার তাদের আমরা ভুলে গেছি।

কিন্তু গুজরাটের ক্ষেত্রে বোধকরি ব্যাপারটা অন্যরকম হতে চলেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্য অর্থনৈতিক ভাবে বেশি সমৃদ্ধ, এখানকার মানুষরা পরিশ্রমী এবং সারাবিশ্বে ছড়ানো অনাবাসী ভারতীয়দের বেশির ভাগই গুজরাটি। অর্থাৎ বিদেশের ডলার-পাউন্ডের আয় গুজরাটের অর্থনীতিকে ভালোই সাহায্য দেয়। শুধু তাই নয়, গুজরাটের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রভাবিত হয়েছে মূলত নানারকম জনগোষ্ঠী (যদিও গ্রামাঞ্চলেও এর প্রভাব কম হয় নি) যাদের হাতে বরাবর মূলধন বেশি এবং যাদের গলার জোরও বেশি। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে একটা 'নাগরক-ঘেঁষা মনোভাব' (urban bias) দেখা যায়, তাই আশ্চর্য হয় যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলার ক্ষেত্রেও শহরের মানুষেরা বেশি গুরুত্ব পাবেন।

কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হল পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কিভাবে হবে। বিপুল পরিমাণে অর্থের স্রোত গুজরাটের দিকে বইছে এই মুহূর্তে। এর মধ্যে কত ত্রাণ-অনুদান, ধার কোনটি ঋণ সেটি আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। বিশ্বব্যাঙ্ক ও ইন্টার-ন্যাশানাল মানেটারি ফান্ড থেকে যেসব টাকা আসছে তার কতটুকু ঋনের ভার হয়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে আয়কর হিসাবে চাপবে তা কিন্তু আগে থেকে পরিস্কার হওয়া দরকার। এই প্রশ্ন উঠছে তার কারণ সম্প্রতি গুজরাট সরকার 'ভূমিকম্পগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের' জন্য একটি প্যাকেট গাইডলাইন প্রকাশ করেছেন।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন মানে কিন্তু শুধুমাত্র রাস্তাঘাট-বাড়ি নির্মান বা ইলেকট্রিসিটি যোগানের ব্যবস্থা করা নয়। এগুলো তো করতেই হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে-পড়া সমাজকে আবার গড়ে তুলতে হবে। কচ্ছের মানুষদের পরিশ্রমী হিসাবে গোটা দেশে সুখ্যাতি আছে, কচ্ছ এলাকার মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অভাব নেই, তাই কচ্ছের সমাজের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন করার সময়ে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় মানুষজনদের বক্তব্য কি তা জানার বা শোনার কোনো চেষ্টাই করছেন না গুজরাট সরকার। গত সেপ্টেম্বরে এরাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে তালুক পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদগুলিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একনও আছেন, যাঁদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারেএছাড়া ছোট ছোট শহরে আছেন মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা, গ্রামের সরপঞ্চরা। জনসম্প্রদায়গুলির জীবন পুনর্গঠনে এঁরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। গুজরাতের বাইরে থেকে আসা দেশী-বিদেশী এজেন্সিগুলি গুজরাতের অর্থনীতিতে টাকা ঢালতে পারেন, তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করতে পারেন। সরকারের ফৌজিবাহিনী এসে ভেঙে-পড়া ঘর-

"বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভার ২৩তম সাধারণ অধিবেশন"

বি-জোন, দুর্গাপুর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী - ২০০১.

নিজস্ব সংবাদ দাতা ঃ বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভার দূর্গাপুর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ঐ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, দুর্গাপুরে বিধানভবনে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার এক ভাবগম্ভির এবং মনোজ্ঞ পরিবেশে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কেন্দ্রীয়-কমিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, কোলকাতা, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার প্রায় সাড়ে ছয় শত সদ্‌গোপ জাতির সদস্য বা সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ছাত্র - ছাত্রী, ব্যবসায়ীর সঙ্গে বহু প্রান্তীক চাষী, ভূমিহীন গরিব মানুষদের দেখা যায়। মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষনীয়। ভারতবর্ষের সংখ্যা বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলার প্রায় ৬০ লক্ষ সদ্‌গোপ জাতির অধিকাংশ মানুষদের জীবিকা কৃষিকর্ম। এর মধ্যে অধিকাংশ মানুষই প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন বা ক্ষেতমজুর শ্রেনীর। প্রতিষ্ঠিত চাকুরী, পেশা, ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এক কথায়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সদ্‌গোপ জাতিকে সমাজের একটি পিছিয়ে পরা সম্প্রদায় বলা যায়। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের গঠিত মন্ডল কমিশনের রিপোর্টে এই জাতির মানুষদের ৬নং তপশীলে ও.বি.সি. তালিকাভুক্ত করা হয়। ভারতবর্ষের সকল রাজ্যে সদ্‌গোপ জাতি ও.বি.সি. র সুবিধা ভোগ করে চললেও পশ্চিমবঙ্গ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই সভার শুরু থেকেই ছিল বিক্ষোভের সুর। সভা পরিচালনা করেন দুর্গাপুর শাখা কমিটির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ভৈরব পদ মন্ডল মহাশয়। সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির কোলকাতার নেতৃবৃন্দকে পুষ্পমাল্য ও স্তবক দিয়ে বরণ করার পর সভার কাজ বস্তুত শুরু হয়। মাননীয় সভাপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষনে, অরাজনৈতিক এই সভার মূল উদ্দেশ্য স্বজাতির সেবা, পারস্পরিক সদ্ভাব, সহযোগিতা, শিক্ষার বিস্তার, কৃষি বানিজ্যের উন্নতিসাধনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। দুর্গাপুর শাখার সদস্যদের মধ্যে সর্বশ্রী চক্রধর মন্ডল, শ্রীধর পাল, দীনবন্ধু চৌধুরী প্রমুখ তাঁদের ভাষণে স্বাজাতির স্বার্থে বিভিন্নরূপ সহযোগীতা, দান, দুস্থ্য ব্যাক্তিদের সাহায্য, মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, অসহায় বিধবাদের ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা যে তাঁরা বজায় রেখেছেন এবং পরবর্তীকালেও এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাবেন সেটা যেমন ঘোষণা করেণ তেমনি আরো বেশি মানুষকে এগিয়ে আসার ডাকদেন। অদ্যাবধি এই সম্প্রদায়ের মানুষ ও.বি.সি. র সুবিধা না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুর্শিদাবাদের শ্রী গুরুপদ ঘোষ তাঁর জোরালো বক্তৃতায় স্বাজাতির স্বার্থে বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁদের সংগঠন ও কাজকর্মের কথা বলেন। সভার কেন্দ্রীয়

এরপর দুয়ের পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

নর্মদা সংঘর্ষ পরিক্রমা, এপ্রিল ৪—১০,২০০১

সর্দার সরোবর প্রজেক্ট ও নর্মদা উপত্যকায় নির্মিত অন্যান্য জলাধারের জন্য গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের যে সকল মানুষ, মূলত আদিবাসি সম্প্রদায়, উৎখাত হয়েছেন., তাঁরা ঐ উপত্যকায় পদযাত্রা করবেন ৪ এপ্রিল, ২০০১ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত।

৩ এপ্রিল বরোদা বা বাদওয়ানি (Badwani) -তে রাত্রে সকলে জমায়েত হবেন। তারপর পায়ে হেঁটে এবং গাড়িতে বিভিন্ন গ্রাম-শহর পরিক্রমা করে ১০ এপ্রিল ইন্দোরে জমায়েত হবেন। যাত্রা পথে আদিবাসি সঙ্গীত, নাচ, প্রথাগত বাদ্যযন্ত্রের বাজনা, পুতুল নাচ প্রভৃতি হবে।

বড় বড় জলাধার তৈরীর জন্য নর্মদা উপত্যকায় যে অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণের জন্য এই পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেধা পাটকার, এম.কে.সুকুমার এবং আশিষ মন্ডল, ৬২ এম জি মার্গ, বাদওয়ানি, মধ্যপ্রদেশ —৪৫১৫৫১

ই-মেল medhapatkar@vsnl.com বা badwani@narmada.org

স্থানীয় অফিস শ্রী সুখেন্দু ভট্টাচার্য, ১৮ সূর্য সেন স্ট্রিট, ক

এরপর আটের পাতায়